ইউনিট ৫

সমাজকল্যাণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

ভূমিকা

গ্রামীণ পর্যায়ের প্রশাসন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সহ তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ আমল থেকেই আধুনিক পদ্ধতির স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বার বার পুর্নগঠন ও সংশোধন করা হয় এবং নামকরণও পরিবর্তন করা হয়। যেমন ১৯৮২ সালে থানা পরিষদকে ১৯৮৩ সালে উপজেলা পরিষদ, ১৯৯১ সালে আবার উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা বাতিল করে থানা পরিষদ এবং ১৯৯৬ সালে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে ৪ স্তর বিশিষ্ট কাঠামোতে রূপান্তরিত করা হয়। যেমন - গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ।

সাধারণত স্থানীয় সরকার মূলতঃ ক্ষুদ্র ভৌগলিক এলাকার জনস্বার্থে নিয়োজিত এক প্রশাসন ব্যবস্থা যা কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ সমস্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। বিশ্বের সর্বত্রই স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ সরকারের একার পক্ষে গ্রামীন পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিতকরন সম্ভব নয়। তাই জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্থানীয় জনগণের মতামত প্রদান তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন করাই এই ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রধান কাজ।

এই ইউনিট পাঠের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন

পাঠ-৫.১ ঃ স্থানীয় সরকারের বিকাশ ও সংজ্ঞা
পাঠ-৫.২ ঃ স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব
পাঠ-৫.৩ ঃ স্থানীয় সরকার ও জেলা পরিষদ
পাঠ-৫.৪ ঃ স্থানীয় সরকার ও উপজেলা পরিষদ
পাঠ-৫.৫ ঃ স্থানীয় সরকার ও পৌরসভা
পাঠ-৫.৬ ঃ স্থানীয় সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ।

পাঠ-৫.১ ঃ স্থানীয় সরকারের বিকাশ ও সংজ্ঞা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি বলতে পারবেন -

☞ ৫.১ঃ১ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কিভাবে বিকশিত হয়েছে তা শিখতে পারবেন

☞ ৫.১ঃ২ স্থানীয় সরকার বলতে কি বুঝায় তা জানতে ও বর্ণনা করতে পারবেন

☞ ৫.১ঃ৩ স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১ঃ১ স্থানীয় সরকারের বিকাশ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশকে ৪টি পর্যায় ভাগ করে তুলে ধরা যেতে পারে। এ পর্যায় চারটি হল ঃ

ক. ব্রিটিশ পূর্ব সময়

খ. ব্রিটিশ শাসনামল

গ. পাকিস্তান আমল; এবং

ঘ. বাংলাদেশ সময়।

ক. ব্রিটিশ পূর্ব সময়

বাংলাদেশ নামক আমাদের এই ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলটিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অস্তিত্ব বহুকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক যুগে অর্থাৎ ১৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়ে গ্রাম পরিষদ বা গ্রামীণ কাউন্সিল নামে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল ছিল বলে জানা যায়। এ সকল কাউন্সিল বা মহাসভা নামে গ্রামীণ পর্যায়ের প্রশাসন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করত। গুপ্ত যুগে 'বুক্তি', 'বিশ্ব', 'মন্ডল', 'বিথী' এবং 'গ্রাম' নামে সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রশাসন পরিচালনার চেষ্টা করা হয়। পাল ও সেন বংশে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তেমন পরিবর্তন আনেনি। পরবর্তী সময়ে গ্রাম বাংলায় যে ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকতে দেয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো গ্রাম সরকার ও গ্রাম পঞ্চায়েত। বাংলায় অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার অনুপস্থিত থাকলেও গ্রাম সরকার সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। গ্রাম সরকারের পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোও এ সময় কার্যকরী ভূমিকা পালন করত। পঞ্চায়েতগুলো সাধারণতঃ গ্রামের শিক্ষা, সেচ ব্যবস্থা, রিলিফ বণ্টন এবং গ্রামবাসীদের নৈতিক চরিত্র তদারকির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিল। মোঘল আমলে এ অঞ্চলটি 'সুবা' নামে পরিচিত ছিল এবং 'সুবার' শাসককে তখন বলা হত সুবাদার। সুবা আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল যার প্রতিটির নাম ছিল সরকার এবং সরকারের প্রশাসককে বলা হতো ফৌজদার। অন্যদিকে সরকারগুলোও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল যার প্রতিটি 'পরগণা' নামে পরিচিতি ছিল এবং পরগণার তত্ত্বাবধানে ছিল সিকদার। এ সময় স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন, ব্যবস্থা সুষ্ঠুভবে পরিচালনার জন্য থানা সৃষ্টি করা হয় যা থানাদারদের দ্বারা পরিচালিত হতো এবং যার দায়িত্বে ছিল চৌকিদার। মোঘল আমলে পূর্বের প্রচলিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন না এনে গ্রামীণ প্রধান বা 'হেডম্যান' এর উপর প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় ।

খ. ব্রিটিশ শাসনামল

বাংলাদেশসহ তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ আমলেই সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে স্ব-শাসিত শাসন ব্যবস্থা চালু এবং শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্রিটিশরা বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করে যা স্থানীয় সরকারের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লর্ড মেয়োর আমলে ১৮৭০ সালে "গ্রাম চৌকিদারী আইন ১৮৭০" পাশ করা হয়। এ আইনের অধীনে ৫ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চায়েত গঠনের বিধান করা হয়। কিন্তু পঞ্চায়েত সদস্যরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত না হয়ে মনোনীত হওয়ায় ট্যাক্স আদায় ও তহবিল সৃষ্টিতে অপরাগ হওয়ায় এবং চৌকিদারদের অনিয়মিত বেতন প্রদান ও জনকল্যাণমূলক কাজ না করার কারণে এ আইন তেমন কার্যকরী হয় নি। এ সমস্ত সমস্যাসমূহ দূরীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন (Local self-Government Act) প্রণীত হয়। যেখানে তিনস্তর বিশিষ্ট সরকার পদ্ধতির বিধান করা হয়। এ স্তর তিনটি হলো - ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড; এবং জেল পর্যায়ে জেলা বোর্ড। এ আইন অনুযায়ী আপাতঃ দৃষ্টিতে থানা পর্যায়ে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলা না হলেও বাস্ত

বে লোকাল বোর্ডই থানা পর্যায়ের স্থানীয় শাসনে ভূমিকা পালন করতো। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন ১৯১৯ প্রণীত হয় যার মাধ্যমে 'চৌকিদারী পঞ্চায়েত' ও 'ইউনিয়ন কমিটিকে বিলুপ্ত করে 'ইউনিয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের পাশাপাশি লোকাল বোর্ড এবং জেলা বোর্ডের অস্তিত্বও তখন লক্ষ করা যায়। ১৯৩২ সালের 'বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট' পৌরসভাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক ও শক্তিশালী করে। এছাড়াও ১৯৩৬ সালে মহাকুমা পর্যায়ের লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত করা হয় এবং জেলা বোর্ডের সদস্যদের প্রত্যেকের নির্বাচনের বিধান করা হয়।

গ. পাকিস্তান আমল

পাকিস্তান আমলে এদেশে স্থানীয় সরকারের বিকাশটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সে সময়ে যে বিষয়টি স্থানীয় সরকারের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা হলো - মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracies) নামক নতুন এক ব্যবস্থা। উল্লেখ্য ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার জেলা ও ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যক্রম ও পরিচালনা নীতিতে অব্যাহত রাখে। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালের পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং ১৯৫৯ সালে তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খান "The Basic Democracies Act' 1959" - প্রণয়নের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুনভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকারে ব্যবস্থা করা হয়; স্তর চারটি হলো - ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল। ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল মৌলিক গণতন্ত্রের প্রাথমিক স্তর। ইউনিয়ন কাউন্সিল সাধারণত ১০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হত। ইউনিয়ন কাউন্সিলের অধীনে থাকত গ্রাম পুলিশ চৌকিদার বা দফাদার নামে পরিচিত ছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর কাজের সমন্বয় সাধন করা ছিল থানা কাউন্সিলের প্রধান কাজ। জেলা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা জেলার জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে ৩০-৩৫ জন হত; যার অর্ধেক ছিল নির্বাচিত ও বাকী অর্ধেক ছিল সরকার কর্তৃক মনোনীত। বিভাগীয় কাউন্সিলের তেমন নির্দিষ্ট কোন কাজ ছিল না, তাদের দায়িত্ব ছিল জেলা কাউন্সিল, ক্যান্টেনমেন্ট বোর্ড ও পৌরসভার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা। আইয়ুব শাসনামলে প্রবর্তিত এই মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাঝে বেশ অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে এই ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

ঘ. বাংলাদেশ সময়

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থাকে পুর্নগঠনের জন্য সচেষ্টা হয়। ১৯৭১ সালে রাষ্ট্রপতি এক নির্দেশে প্রচলিত সকল স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। এই নির্দেশে পূর্বের প্রচলিত মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ বলে সৃষ্ট থানা কাউন্সিলকে ভেঙ্গে দিয়ে 'থানা উন্নয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। এছাড়াও উক্ত নির্দেশ বলে ইউনিয়ন কাউন্সিলকে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত, টাউন কমিটিকে শহর কমিটি, জেলা কাউন্সিলকে জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে পৌরসভা নামে অভিহিত করা হয়। এই সকল সংস্থার কার্য পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়ে অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী ১৯৭৩ সালে এক নির্বাহী আদেশ বলে শহর পঞ্চায়েত ও শহর কমিটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সে সমস্ত বিষয় নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান কাজ করতো তা স্থানীয় পৌরসভার আওতায় মধ্যে আনা হয়। এ সময় ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদ করা হয়। ১৯৭৬ সালে 'স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স' - এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বেশ পরিবর্তন নিয়ে প্রবর্তিত হয়। এই অর্ডিন্যান্সের ফলে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ এবং জেলার জন্যে জেলা পরিষদ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেবলমাত্র ইউনিয়ন পরিষদেই চেয়ারম্যান ও অপর ৯ জন সদস্য প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। থানা পরিষদ সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি সদস্যের সমন্বয়ে গঠনের বিধান রাখা হয়। মহকুমা অফিসার (SDO) থানা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সার্কেল অফিসারকে (SO) ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্তির বিধান করা হয়। যদিও জেলা পরিষদও নির্বাচিত সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা ও মহিলা সদস্যদের দ্বারা গঠন করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু এক্ষেত্রে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৯৮২ সালে স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ জারি করা হয় যার মাধ্যমে থানাকে উন্নীত থানা পরিষদ হিসেবে নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ -এর মাধ্যমে উন্নীত থানাগুলোকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৯১ সালে আবার তৎকালীন

সরকার উপজেলাকে বিলুপ্ত করে থানা ব্যবস্থাকে কার্যকর করে এবং এ সময়ে থানা নির্বাহী অফিসারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থানা প্রশাসন পরিচালিত হতে থাকে। এছাড়াও সরকার ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন'- এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনও কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ক্ষমতাসীন সরকার তখন ও চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো বিল সংসদে পাশ করে। এই বিলে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হিসেবে গ্রাম পরিষদের বিধান করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রেও আমুল পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। পূর্বে ৩টি ওয়ার্ডকে ভেঙ্গে ৯টি ওয়ার্ড করা হয় এবং সাবেক ৩ ওয়ার্ডে মহিলা সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। পূর্বের থানা পরিষদকে আবার উপজেল পরিষদে রূপান্তরিত করা হয় এবং জেলা পরিষদ কাঠামো সংশোধন করে জলা পরিষদেও সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

৫.১ঃ২ স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে স্থানীয় সরকার বলতে এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে বোঝায় বা সাধারণত ছোট ছোট এলাকার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই স্থানীয় সরকার সরকারি প্রতিষ্ঠান পিরামিডের সর্বনিম্নে অবস্থান স্থানীয় উন্নয়নে বিশেষভাবে অবদান রাখে। স্থানীয় সরকার মূলতঃ আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত অসার্বভৌম প্রতিষ্ঠান যা আইনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে স্থানীয় উন্নয়নের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তবে স্থানীয় সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বদাই একটা নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং বিভিন্ন আইন, বিধি ও সার্কুলারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের উপর এ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

স্থানীয় সরকার মূলতঃ ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার জনস্বার্থে নিয়োজিত এক প্রশাসন ব্যবস্থা যা কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ সমস্ত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা প্রদানে তাত্ত্বিকেরা স্থানীয় সরকারের আকার, কাঠামো, ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা ও প্রভৃতি বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। ১৯৪০ স-এর দশকে জি মন্টাগো মরিস স্থানীয় সরকার সম্পর্কে দুই ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। প্রথমত, স্থানীয় সরকার হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থাসমূহ যারা সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং দায়িত্বশীলতার জন্য জাতীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার। এই স্থানীয় সরকারসমূহ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। কেন্দ্রীয় সরকার হতে স্থানীয় সরকার কিছু ক্ষমতা বা দায়িত্বাবলি পায়। এ সব প্রতিষ্ঠান উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। মন্টাগো মরিসের মতে যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এখতিয়ার ও দায়িত্বাবলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তবুও এ পদ্ধতি দু'টি মোটমুটি পাশাপাশিভাবে চালু রয়েছে।

আবার উইলিয়াম এ.রফসন স্থানীয় সরকারকে সংজ্ঞায়িত করতে যেয়ে বলেছেন - "স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূ-খন্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করার মতো প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার ও সংগঠন আছে।" অন্যদিকে, জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী - "স্থানীয় সরকার হলো একটা রাষ্ট্রের সমুদয় কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা, বিশেষভাবে কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখে।"

সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায়, স্থানীয় সরকার হলো আইনের দ্বারা গঠিত এবং কোন দেশের নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পরিচালিত এমন এক সরকার ব্যবস্থা বা উক্ত দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি তথা এজেন্ট স্বরূপ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নির্দিষ্ট থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত এলাকার স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদাসমূহ পূরণে স্বাধীনভাবে কাজ করে।

৫.১.ঃ৩ স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. স্থানীয় সরকার হল একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উপ-বিভাগ যা বৈধ কর্তৃত্বের আইন।
২. স্থানীয় সরকার প্রকৃতভাবে জাতীয় তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ।
৩. স্থানীয় সরকার স্থানীয় এলাকার সমস্যাবলি নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
৪. স্থানীয় সরকার একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সরকার যা অসার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

৫. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ধার্যকরণ ও প্রশাসন পরিচালনা ক্ষমতা থাকে।
৬. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জনগণের প্রত্যক্ষভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়।
৭. স্থানীয় সরকার তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

সার-সংক্ষেপ

স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব বহুকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এর বিকাশকে মূলতঃ ৪টি পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৃটিশ পূর্ব সময়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গ্রাম সরকার ও গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমলে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংশোধন ও স্থানীয় স্ব-শাসিত ব্যবস্থায় জনগণের অংশ গ্রহণের উপর গুর□ত্বারোপ করে। *এ আমলে উল্লেখযোগ্য আইনগুলো হচ্ছে "১৮৭০ সালে চৌকিদারি আইন ১৮৮৫ সালে স্থানীয়* স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন এবং ১৯৩২ সালের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট" প্রবর্তন করা হয়। পাকিস্তান আমলে "The Basic Democratic Act 1959" প্রবর্তন করা হয়। এই এ্যাক্টে ৪টি স্তরের যথা ইউনিয়ন কাউন্সিল থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল এ গঠন করা হয়। তবে এ ব্যবস্থা ১৯৬৯ সালে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। পূর্বের সকল আইন বাতিল ঘোষনা করে "থানা উন্নয়ন কমিটি" ঘোষনা করা হয়। ১৯৭৬ সালে "স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স" এর মাধ্যমে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট সরকার ব্যবস্থা যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৮৩ সালে থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে নামকরণ করা হয় এবং ১৯৯১ সালে তা আবার বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৯৬ সালে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার বিল সংসদে পাশ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ এবং জেলা পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.১

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন ঃ

(১) ভারত উপমহাদেশেই ব্রিটিশ আমলে সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতির স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ।
(২) ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদারী আইন পাশ করা হয়।
(৩) স্থানীয় সরকারের সর্ব উচ্চতর হচ্ছে গ্রাম পরিষদ।
(৪) স্থানীয় সরকার একটি রাষ্ট্রের সমূদয় কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে না।

উত্তরমালা - ১. সত্য ২. সত্য ৩. মিথ্যা ৪. সত্য

সঠিক উত্তর পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
ক. ৩ খ. ৪
গ. ৬ ঘ. ৮

২. বাংলাদেশে উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন অধ্যাদেশ প্রণীত হয় -
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৮২
গ. ১৯৮৫ ঘ. ১৯৯০

উত্তরমালা - ১. ক. ৩ ২. খ. ১৯৮২.

পাঠ-৫.২ ঃ স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি লিখতে পারবেন -

☞ ৫.২ঃ১ স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

৫.২ঃ১ স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব

স্থানীয় প্রয়োজন পূরণ ও স্থানীয় সমস্যার সমাধানে বিশ্বের সর্বত্রই স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে পৃথিবীর ছোট-বড় যে কোন আকারের সব দেশেই সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন তথা সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। বলা হয় বর্তমান যুগ হল বিশেষত্বশীলতার যুগ। আর তাই এই বিশেষত্বশীলতার যুগে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর অবদান রাখছে। নিম্নে স্থানীয় সরকারের গুরুত্বের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে -

প্রথমত, প্রতিটি দেশেই হাজারো সমস্যা বিদ্যমান এবং একারণে জাতীয় সরকারের একার পক্ষে এই প্রতিটি সমস্যার প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি দেওয়ার সম্ভব হয় না। এছাড়াও আবার একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভেদেও সমস্যার প্রকৃতিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যথাযথভাবে অনুধাবন করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্থানীয় সরকার ক্ষুদ্র এলাকার সরকার হওয়ার এবং স্থানীয় জনগণের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকায় উক্ত অঞ্চলে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ এবং স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদাসমূহের উপর সমান ও যথাযথভাবে নজর দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়হ্রাসেও সাহায্য করে। স্থানীয় সরকার তার বহুবিধ কর্মকান্ডের জন্য স্থানীয় উৎসসমূহ ব্যবহার করে বিধায় কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক ব্যয় কমে আসে। এছাড়াও নিজস্ব অর্থ সম্পদ ও উৎসের ব্যবহার হয় বিধায় স্থানীয় জনগণ এগুলোর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করে।

তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্থানীয় জনগণের মতামাত প্রদান এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ প্রসারিত করে। এতে করে জনগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তারা অধিকহারে অংশ গ্রহণ করে যা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

চতুর্থত, স্থানীয় সরকার কেবল মাত্র স্থানীয় উন্নয়নে জনগণের অংশ গ্রহণের পথকেই সুগম করে না, সাথে সাথে তাদের মাঝে দায়িত্ব বোধেরও উন্মেষ ঘটায়। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে। এবং কোন কর্মসূচির চাহিদা নিরূপণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নে তাদের অংশ গ্রহণ থাকে বিধায় জনগণের মাঝে এক ধরনের দায়িত্ববোধের জন্ম হয় ।

পঞ্চমত, স্থানীয় সরকার গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাতেও কার্যকর অবদান রাখে। স্থানীয় সরকার জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহনশীলতা বোধের জন্ম দেয়।

ষষ্ঠত, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জাতীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির কারখানা বিশেষ। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিনিধিগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠে, স্থানীয় সমস্যা সমাধানের কৌশল ও সিদ্ধান্ত তারা সহজে আয়ত্ব করতে শেখে এবং এর ফলে স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে তাদের সৃজশীলতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

সপ্তমত, স্থানীয় সরকার এলাকাভিত্তিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরি এক সংস্থা। কেননা, এ ব্যবস্থায় প্রতিনিধিবৃন্দ স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে পারে এবং তা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। ফলে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তা সমাধান দেওয়া সহজসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সার-সংক্ষেপ

সরকারের একার পক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ করে এলাকাভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ সম্ভব নয়। তাই এলাকাভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরন এবং এলাকাভিত্তিক চাহিদা নিরূপণে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এলাকার সমস্যা ও চাহিদা সমাধানে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহন ছাড়া কোন কর্মসূচীই বাস্তবায়িত হতে পারে না। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

শূন্যস্থান পূরণ করুন-

১. স্থানীয় সরকার ——— ——— ও ——— প্রতিষ্ঠাতেও কার্যকর ভূমিকা রাখে।

২. স্থানীয় ——— ও ——— ——— বিশ্বের সর্বত্রই স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ——— ——— সাহায্য করে থাকে।

৪. স্থানীয় সরকার এলাকাভিত্তিক ——— ও ——— উন্নয়নে অধিক কার্যকরী।

উত্তরমালা - মূলপাঠ দেখুন

সঠিক উত্তর পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. স্থানীয় সরকার তার বহুবিধ কর্মকান্ডের জন্য কোথা হতে ব্যয় করে?

ক. কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ　　খ. স্থানীয় উৎস থেকে

গ. আন্তর্জাতিক সাহায্য　　ঘ. দেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান থেকে

২. স্থানীয় সরকার গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কি করে -

ক. উন্নয়নের কর্মকান্ড থেকে দূরে রাখে　　খ. স্থানীয় সরকারকে অস্থিতিশীল রাখে

গ. কার্যকর অবদান রাখে　　ঘ. কোন অবদান রাখে না।

উত্তরমালা - ১. খ. স্থানীয় উৎস থেকে　২. গ. কার্যকর অবদান রাখে

পাঠ-৫.৩ ঃ স্থানীয় সরকার ও জেলা পরিষদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি বলতে পারবেন -

☞ ৫.৩ঃ১ বাংলাদেশে জেলা পরিষদের বিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন

☞ ৫.৩ঃ২ জেলা পরিষদের গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন

☞ ৫.৩ঃ৩ জেলা পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলতে পারবেন

☞ ৫.৩ঃ৪ জেলা পরিষদের কার্যাবলি লিখতে পারবেন।

৫.৩ঃ১ জেলা পরিষদের বিকাশ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে জেলা পরিষদ। মোঘল আমল থেকে জেলা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর হিসেবে গড়ে উঠে এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনামলে জেলা স্তর সরকারের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। মূলতঃ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তখন জেলা প্রশাসনকে গঠন করা হয়। তবে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যেগ লক্ষ্য করা যায় ১৮৮৫ সালে। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপনের উদ্যোগে ১৮৮৫ সালের 'বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট' প্রণীত হয় এবং যার আওতায় মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলাবোর্ড গঠনের বিধান করা হয়। জেলা বোর্ড কমপক্ষে ৯ জন সদস্য নিয়ে গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। তবে জেলার আয়তন ও জনসংখ্যা অনুসারে সদস্য সাধারণত; ১৮ থেকে ৩৪ জন হত। জেলা বোর্ডের অর্ধেক সদস্য লোকাল বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হত। এবং বাকী অর্ধেক সদস্য ছিল সরকারি বেতনভুক্ত কর্মচারী। এই আইন অনুসারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলা বোর্ডের সভাপতি হতেন এবং জেলা বোর্ডের কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৫ বছর। ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তবে ১৯২১ সাল থেকে প্রাদেশিক গভর্ণরের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ডের সদস্যদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হত। পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে মহকুমা পর্যায়ের লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত করা হয় এবং জেলা বোর্ডের সদস্যদের প্রত্যেকের নির্বাচনের বিধান করা হয়। এ ব্যবস্থা ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে আইয়ুব খান চার স্তর বিশিষ্ট মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করেন যার তৃতীয় সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে জেলা কাউন্সিলের বিধান করা হয়। ১৯৫৯ সাল হতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত জেলা কাউন্সিলের সকল সদস্য মনোনীত হতেন। পরবর্তীতে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ সংশোধন সাপেক্ষে জেলা কাউন্সিলের অর্ধেক সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিল করা হয় এবং জেলা কাউন্সিলকে জেলা বোর্ড নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৭৬ সালে আবার স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয় সেখানে সর্বোচ্চ স্তর ছিল জেলা পরিষদ। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইনের মাধ্যমে জেলা পরিষদের গঠনগত পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। এছাড়াও ১৯৯৬ সালের পর আবারো জেলা পরিষদ কাঠামো সংশোধন করে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

৫.৩ঃ২ জেলা পরিষদের গঠন

সাধারণত তিন ধরনের সদস্যের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। এই তিন ধরনের সদস্য হচ্ছে - জেলার নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য, মনোনীত মহিলা সদস্য ও সরকারি সদস্য। এ সমস্ত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা সমান নয়। জনসংখ্যার পার্থক্যের কারণে জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মনোনীত মহিলা সদস্যের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্য ও সরকারি সদস্য সংখ্যার এক দশমাংশের অধিক হবে না। অন্যদিকে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা মনোনীত মহিলা সদস্য ও সরকারি সদস্যের মোট সংখ্যার চেয়ে কম হবে না। জেলা পরিষদের সরকারি সদস্যরা পদাধিকার বলেই সদস্য হবেন এবং কোন কোন বিভাগের কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য সরকারি এ সমস্ত সদস্যদের ভোটাধিকার থাকে না। সদস্য হবেন সে সম্পর্কে সরকারের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। মহিলা সদস্যরা বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত হবেন। জেল পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান

নির্বাচিত হবেন জেলা পরিষদের নির্বাচিত ও মনোনীত মহিলা সদস্যের মধ্য হতে। জেলার পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সহকারী পরিচালক জেলা পরিষদের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করবেন।

৫.৩ঃ৩ জেলা পরিষদের লক্ষ্য

১. জেলার সকল 'ইউনিয়ন পরিষদ', 'উপজেলা পরিষদ' ও 'পৌরসভার' কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ।
২. জেলার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ এবং কোন উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হলে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া।
৩. জেলার বিভিন্ন শাসন বিভাগের উন্নয়ন তত্ত্বাবধান ও শাসন ব্যবস্থার সকল শাখার স্থানীয় সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

৫.৩ঃ৪ জেলা পরিষদের কার্যাবলি

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে জেলা পরিষদের প্রধানতঃ দুই ধরনের কার্যাবলির কথা বলা হয়েছে - মৌল কার্যাবলি ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলি।

(ক) মৌল কার্যাবলি ঃ জেলা পরিষদের মৌল কাজের তালিকায় সর্বমোট ২৭টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ হলো -

১. লাইব্রেরি ও পাঠাগার স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ;
২. হাসপাতাল, চিকিৎসালায় ও পশু চিকিৎসালয় পরিচালনা ও তাদের উন্নয়ন;
৩. রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ ও সংরক্ষণ;
৪. রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপন ও সেগুলো তত্ত্বাবধান;
৫. জনসাধারণের জন্য পার্ক, উদ্যান ও খেলার মাঠ নির্মাণ ও সেগুলো সংরক্ষণ;
৬. খেয়া ঘাটের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;
৭. গবাদি পশুর জন্য খোয়াড় নির্মাণ ও সেগুলোর তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা;
৮. বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৯. বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন এবং খেলাধুলার মান উন্নত করা;
১০. বিভিন্ন জাতীয় ও সরকারি দিবস পালন;
১১. সংক্রামক ব্যধির নিয়ন্ত্রণ;
১২. টিকাদানের ব্যবস্থা করা;
১৩. খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ভেজাল নিয়ন্ত্রণ;
১৪. বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ;
১৫. পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৬. গ্রাম্য ও কুটির শিল্প এবং সমবায় আন্দোলনের প্রসার ঘটানো;
১৭. অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান পরিচালনা;
১৮. লাইসেন্সের মাধ্যমে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ;
১৯. উন্নত শ্রেণীর গৃহপালিত পশুর বংশ বিস্তার;
২০. বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগের সময় সাহায্য ও সেবার ব্যবস্থা করা;
২১. ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসন; এবং
২২. সরকারি নির্দেশে অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

(খ) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ জেলা পরিষদের সর্বমোট ৭০টি উন্নয়নমূলক কাজ রয়েছে সেগুলোকে আবার ৭টি বৃহত্তর শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এগুলো হল -

১. **শিক্ষামূলক ঃ** বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা, ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, বয়স্ক ও নিরক্ষরদের শিক্ষাদান, শিক্ষা সংক্রান্ত জরিপ, বিনামূল্য বই বিতরণ এবং শিক্ষামূলক সমিতিগুলোকে সাহায্য প্রদান হল জেলা পরিষদের শিক্ষা উন্নয়নমুলক কার্যক্রম।

২. **সাংস্কৃতিক ঃ** সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্তবিনোদন, শরীর চর্চা ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন; রেডিও টেলিভিশন মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, পশুপালন প্রভৃমি জনস্বার্থমূলক বিষয়ে মানুষকে শিক্ষাদান এবং জেলায় তথ্য কেন্দ্র, জাদুঘর ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষন।

৩. **সমাজকল্যাণমূলক ঃ** এতিমখানা, সেবাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালনা, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি ও জুয়াখেলা বন্ধ করা, কিশোর অপরাধ দমন করা, সমাজসেবা ও দুঃস্থদের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গঠন, দেশ প্রেম ও স্বদেশী নীতি বৃদ্ধি সহায়তা করা প্রভৃতি হল জেলা পরিষদের উল্লেখযোগ্য সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম।

৪. **কৃষি উন্নয়নমূলক ঃ** জেলা পরিষদের কৃষি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্থানে আদর্শ খামার স্থাপন, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে কৃষকদেরকে উৎসাহ প্রদান, বাজার প্রতিষ্ঠা ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, সেচ ও বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ, সমবায় ব্যবস্থাকে জনপ্রিয়করণ, গ্রামীণ শিল্প সংরক্ষণ ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন ও তার পরিচালনা।

৫. **জনস্বাস্থ্যমূলক ঃ** জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জেলা পরিষদ সে সমস্ত কাজ করে থাকে তার মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, দেশের চিকিৎসা পদ্ধতির জনপ্রিয়করন, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ইউনিট গঠন, পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, পরিবার পরিকল্পনা ও গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা।

৬. **গণপূর্ত সংক্রান্ত ঃ** জেলা পরিষদের আওতাধীন গণপূর্ত উন্নয়নমূলক সে সমস্ত কাজ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে - যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়ন, নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালীর উন্নতিসাধন, গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পদান, পৌরসভা বহির্ভূত শহরের উন্নয়ন পরিচালনা প্রণয়ন।

৭. **বিবিধ ঃ** উপরোক্ত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ছাড়াও জেলা পরিষদ আরো যে সমস্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে তার মধ্যে রয়েছে - আদিবাসীদের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি সহ জীবনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা, জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা। এছাড়াও আবার জেলা পরিষদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলিও সম্পাদন করে।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে জেলা পরিষদ। মোঘল আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল সময়ে জেলা পরিষদ ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি এক আদেশে পূর্বের জেলা কাউন্সিলকে জেলা বোর্ড করেন এবং ১৯৭৬ সালে জেলা বোর্ডকে জেলা পরিষদ নামে অভিহিত করা হয়। সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে জেলা পরিষদের কাঠামো পরিবর্তন করে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। বর্তমানে ৩ ধরনের সদস্যের সমন্বয়ে জেলা গঠিত হয়। (ক) নির্বাচিত সদস্য (খ) মনোনীত মহিলা সদস্য (গ) সরকারী সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। জেলা পরিষদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ এবং গ্রাম পরিষদের কার্যাবলীর মধ্যে এবং জেলা শাসন ব্যবস্থার তদারকী করা। জেলা পরিষদ মূলত ২ ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে (ক) মৌল কার্যাবলী (খ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী। মৌল কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে যেমন, পাঠাগার স্থাপন হাসপাতাল ও চিকিৎসার উন্নয়ন, রাস্তাঘাট উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, সংক্রামক রোগ ব্যাধি নিরাময়, পানি সরবরাহকরন, বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরন এবং খেলাধুলার ব্যবস্থাকরন। অন্যদিকে উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে যেমন, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্যমূলক, কৃষিমূলক, সমাজকল্যাণমূলক, গণপূর্ত উন্নয়নমূলক এবং সংস্কারমূলক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ প্রথম শুরু হয় -
ক. ১৮৭০ সালে খ. ১৫৫৭ সালে গ. ১৯১৭ সালে ঘ. ১৮৮৫ সালে ।

২. বাংলাদেশে সর্বশেষ কত সালে জেলা পরিষদের কাঠামো পরিবর্তন করা হয় -
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৮৮ গ. ১৯৯৬ ঘ. ২০০৪

৩. সাধারণতঃ কয় ধরনের সদস্যের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয় -
ক. তিন ধরনের খ. পাঁচ ধরনের গ. দুই ধরনের ঘ. নয় ধরনের

৪. মনোনীত মহিলা সদস্য সংখ্যা নির্বাচিত ও সরকারী সদস্য সংখ্যার অনুপাত হবে
ক. এক-তৃতীয়াংশ খ. এক-চতুর্থাংশ গ. এক-দশমাংশ ঘ. এক-পঞ্চমাংশ

উত্তরমালা - ১. ঘ. ১৮৮৫ সালে ২. গ. ১৯৯৬ ৩. ক. তিন ধরনের ৪. ঘ. এক-পঞ্চমাংশ

পাঠ-৫.৪ ঃ স্থানীয় সরকার ও উপজেলা পরিষদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি লিখতে পারবেন-

☞ ৫.৪ঃ১ উপজেলা পরিষদের বিকাশ বলতে পারবেন

☞ ৫.৪ঃ২ উপজেলা পরিষদের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন

☞ ৫.৪ঃ৩ উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন

☞ ৫.৪ঃ৪ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কার্যাবলি লিখতে পারবেন।

৫.৪ঃ১ উপজেলা পরিষদের বিকাশ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তৎকালীন সরকার পূর্বের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিল করে এবং মৌলিক গণতন্ত্রের দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত থাকা কাউন্সিলকে ভেঙ্গে দিয়ে 'থানা উন্নয়ন কমিটি' গঠন করে। পরবর্তী ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'থানা পরিষদ' গঠন করা হয়। তখন থানা পরিষদ সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি সদস্যের সমন্বয়ে গঠনের বিধান করা হয়। এরও পরে ১৯৮২ সালে তৎকালীন সামরিক শাসক এক অধ্যাদেশ বলে থানা প্রশাসনকে পুনবিন্যাস করেন এবং এ সময় থানাকে 'উন্নীত থানা পরিষদ' হিসেবে নামকরণ করা হয়। এর পরের বছরেই অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে আরও এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উন্নীত থানাকে উপজেলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এর ফলে ৬৪ জেলার ৪৬০টি উপজেলার সৃষ্টি হয়। সামরিক শাসনের অবসানের পর ১৯৯১ সালে তৎকালীন সরকার এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুনরায় থানা ব্যবস্থা চালু করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর নতুন সরকার আবার থানা ব্যবস্থাকে বাতিল করে এবং ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইনের মাধ্যমে পুনরায় উপজেলা ব্যবস্থা চালু করে।

৫.৪ঃ২ উপজেলা পরিষদ গঠন

উপজেলা পরিষদ সাধারণত নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে গঠিত হয় ঃ

১. একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান
২. প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্যবৃন্দ
৩. তিনজন মহিলা সদস্য
৪. সরকারি সদস্যবর্গ
৫. থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান
৬. একজন মনোনীত সদস্য।

সাধারণতঃ উপজেলার প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন ব্যক্তি ৫ বছরের জন্য উপজেলার চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে মনোনীত হন এবং এই তিনজন মহিলা সদস্য ও অপর একজন মনোনীত সদস্যের কার্যকাল ৩ বছর। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্য হবেন। এছাড়াও উপজেলার কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাগণও উপজেলা পরিষদের সদস্য, তবে তাদের কোন ভোটাধিকার নেই।

৫.৪ঃ৩ উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি

উপজেলা পরিষদ মূলতঃ দুই ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে - (ক) নিয়ন্ত্রণমূলক এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যাবলি; এবং (খ) উপজেলায় উন্নয়নমূলক কার্যাবলি।

(ক) নিয়ন্ত্রণমূলক এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি ঃ উপজেলা পরিষদ যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণমূলক এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক বিষয়ে দায়িত্ব সম্পাদন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

১. দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচারকার্য
২. আয়কর, শুল্ক ও আবগারী এবং ভূমি রাজস্বের মত কেন্দ্রীয় রাজস্বের ব্যবস্থাপনা
৩. আইনশৃংখলা রক্ষা
৪. খাদ্য সরবরাহ
৫. বিদ্যুৎ উৎপাদন
৬. আন্তঃজেলা পানি সেচ ব্যবস্থা
৭. প্রাথমিক পর্যায়ের উর্ধ্বে শিক্ষা ব্যবস্থা
৮. উচ্চতর গবেষণা
৯. বৃহৎ কৃষি খামার
১০. ভারী শিল্প
১১. আন্তঃ উপজেলা পরিবহন ও যোগাযোগ
১২. বন্যা নিয়ন্ত্রণ
১৩. সামুদ্রিক মাছ চাষ
১৪. খনিজ উন্নয়ন
১৫. জাতীয় পরিসংখ্যান সম্পাদনা।

(খ) উপজেলায় উন্নয়নমূলক কার্যাবলি ঃ কোন একটি উপজেলার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের দায়-দায়িত্ব উক্ত উপজেলা পরিষদকেই বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ সে সমস্ত দায়-দায়িত্ব তথা কার্যাবলি সম্পাদন করে তা হল :

১. **উন্নয়নমূলক ঃ** উন্নয়নমূলক কার্যাবলির আওতায় রয়েছে- উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ভিত্তিতে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
২. **শিক্ষামূলক ঃ** উপজেলা পরিষদ পেশাগত শিক্ষার বিস্তার, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের উন্নতিতে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে।
৩. **প্রশিক্ষণমূলক ঃ** উপজেলা পরিষদের প্রশিক্ষণমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সেক্রেটারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উন্নয়নমূলক কর্মসম্পাদনে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সহায়তা দান।
৪. **কৃষি উন্নয়নমূলক ঃ** উপজেলা পরিষদ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষির অগ্রগতি সাধনে কৃষকদেরকে উৎসাহ দান, কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও কৃষির আধুনিকীকরণের ভূমিকা পালন করে।
৫. **পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ ঃ** উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।
৬. উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণকে উন্নত ধরনের পশু-পাখি ও হাঁস-মুরগি পালনে উৎসাহ দেয়, মৎস্য চাষে সাহায্য করে এবং বৃক্ষরোপন ও বনায়ন সৃষ্টিতে অবদান করে।
৭. **সমবায়ের প্রসার ঃ** উপজেলার মধ্যে সমবায় আন্দোলনের প্রসার ও একে জনপ্রিয় করে তোলা এবং এ উদ্দেশ্য জনগণের মাঝে প্রচার চালানো উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব।
৮. **গ্রামীণ পূর্তকর্ম ঃ** উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পূর্তকর্মের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করা উপজেলা পরিষদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
৯. **কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ঃ** বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা করা ও অর্থকরী কার্যক্রমের প্রসার এবং বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা উপজেলা পরিষদের গুর□ত্বপূর্ণ *কাজ।*

১০. **বিবিধ ঃ** উপরোক্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ছাড়াও উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নে আরো যে সমস্ত বিবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে তার মধ্যে রয়েছে -

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও কর্মসূচিসমূহ উপজেলাতে বাস্তবায়নে সহায়তা করে

(খ) উপজেলার স্বাস্থ্যগত বিশেষ পরিবেশ সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা

(গ) বিচারকার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা ব্যতীত উপজেলার অন্যান্য সকল কর্মকর্তার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন।

(ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জেলা পরিষদকে সাহায্য করা

(ঙ) উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন

(চ) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন

৫.৪ঃ৪ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ভোটের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। এই নির্ধারিত সময়কালে তাকে যে সমস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয় তা হল ঃ

১. উপজেলা পরিষদের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা এবং উপজেলা পরিষদের কর্তকর্তাদের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন।

২. উপজেলার সকল ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন।

৩. উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও তার মূল্যায়নের উদ্যেগ গ্রহণ।

৪. কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে অগ্রণীভূমিকা পালন।

৫. আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে উদ্যেগী ভূমিকা পালন।

৬. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকান্ড জোরদার ও শক্তিশালীকরণ।

৭. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮. উপজেলার সামগ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯. যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণকার্যক্রম সংগঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ।

১০. উপজেলার অভ্যন্তরে সরকারি নীতি ও কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১১. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বার্ষিক গোপন রিপোর্ট লিখবেন।

উপরোক্ত প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন ছাড়াও আরো যে সমস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের এখতিয়ারভুক্ত তা হল ঃ

(ক) সরকারি কর্মচারি ব্যতিত উপজেলা পরিষদের যে কোন কর্মচারীর নিয়োগ, বদলী, শাস্তিবিধান বা বরখাস্তকরণ

(খ) পরিষদের ধার্যকৃত কর, রেট, ফী ও অন্যান্য অর্থ আদায়

(গ) উপজেলা পরিষদের পক্ষে সকল অর্থ গ্রহণ

(ঘ) অনুমোদিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয়

(ঙ) উপজেলা পরিষদের পক্ষে সবধরণের যোগাযোগ

(চ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালন।

সার-সংক্ষেপ

১৯৭৬ সালে থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং ১৯৮২ সালে থানা পরিষদকে পুনর্বিন্যাস করে "উন্নীত থানা পরিষদ" হিসেবে নামকরণ কর হয়। ১৯৮৩ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদ নামকরণ করে ৪৬০টি উপজেলর সৃষ্টি করা হয়। বিভিন্ন সময়ে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনের সাথে এর নামকরণ কখনো থানা পরিষদ আবার কখনো উপজেলা পরিষদ নামকরণ করা হয়ে থাকে। উপজেলা পরিষদ, থানা পরিষদ মূলতঃ (ক) নিয়ন্ত্রণমূলক ও জাতীয় আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যাবলী (খ) উপজেলায়/থানায় উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। নিয়ন্ত্রণমূলক এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে যে সব কাজ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে (ক) দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার কার্য, কেন্দ্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, খাদ্য সরবরাহ, বিদ্যুৎতায়ন, কৃষি খামার, বন্যা প্রকল্প পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিসংখ্যান কাজের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার বিস্তার, বিভিন্ন ধরনের পেশাগত প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ, পশুপাখি, হাস-মুরগী, গরু, ছাগল লালন পালন প্রকল্প মৎস্যখামার সমবায় সমিতি, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রম। উপরোক্ত কার্যক্রমগুলি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্বই হচ্ছে একজন থানা/উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তর পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বাংলাদেশে বর্তমানে কয়টি উপজেলা রয়েছে

ক. ৬৪টি খ. ৩৬০টি গ. ৪৬০টি ঘ. ৪৮০টি

২. উপজেলা চেয়ারম্যান সাধারণত কয় বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন

ক. ৩ বছর খ. ১ বছর গ. ৪ বছর ঘ. ৫ বছর

৩. উপজেলা পরিষদে কয়জন মনোনীত মহিলা সদস্য থাকেন -

ক. ৩ জন খ. ৯ জন গ. ৫ জন ঘ. ২ জন

৪. উপজেলা পরিষদ সাধারণতঃ কয় ধরণের কার্য সম্পাদন করে থাকেন

ক. পাঁচ ধরণের খ. দুই ধরণের গ. দশ ধরণের ঘ. বিশ ধরণের

উত্তরমালা

১. গ. ৪৬০টি ২. ঘ. ৫ বছর ৩. ক. ৩ জন ৪. খ. দুই ধরণের

পাঠ-৫.৫ ঃ স্থানীয় সরকার ও পৌরসভা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি বলতে পারবেন -

☞ ৫.৫ঃ১ পৌরসভার বিকাশ ব্যাখ্যা দিতে পারবেন

☞ ৫.৫ঃ২ পৌরসভার গঠন বলতে পারবেন

☞ ৫.৫ঃ৩ পৌরসভার উদ্দেশ্য লিখতে পারবেন

☞ ৫.৫ঃ৪ পৌরসভার কার্যাবলি লিখতে পারবেন।

৫.৫ঃ১ পৌরসভার বিকাশ

পৌরসভা হল বাংলাদেশের শহর এলাকাসমূহ প্রচলিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। ভারতীয় এ উপমহাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের যাচাই শুরু হয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে, ১৭৬৯ সালে। ১৮১৩ সালে "টাউন চৌকিদার" স্থাপনের জন্য একটি আইন প্রণীত হয়। ১৮৫০ সাল বেঙ্গল কাউন্সিল একটি পৌরসভা আইন প্রণীত হয়। এবং এ আইন বলে বাংলাদেশে ১৮ বছরের মধ্যে ৫টি পৌরসভা গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে মিউনিসিপ্যাল উন্নয়ন আইন নামে আরও একটি আইনে সরকার ৭ জন স্থায়ী বাসিন্দাকে পৌরসভার মাধ্যমে কমিশনার নিয়োগ করার ক্ষমতা লাভ করেন। এই ৭ জন কমিশনার ছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও প্রকৌশলীকে নিয়ে তখন পৌরসভা গঠিত হত। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালের আইনে সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থাও করা হয়। ১৮৭২ সালে পৌরসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। ১৯৭৬ সালে অতীতের সকল আইনের সমন্বয় সাধন করে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ১৯৭৮ সালের পৌরসভা আইনে পৌরসভাগুলোকে প্রথম ও দ্বিতীয় এ দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ১৮৮৪ সালে 'বঙ্গীয় পৌরসভা আইন' প্রণীত হয় যার অধীনে পৌরসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় এবং চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের পদও নির্বাচন ভিত্তিক করা হয় যা পৌরসভাগুলোকে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে। ১৯৩২ সালের পৌরসভা আইনের মাধ্যমে পৌরসভাগুলোর হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান আমলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালুর ফলে পৌরসভার গঠনগত পরিবর্তন আসে। এ সময়ে কেবলমাত্র ভাইস-চেয়ারম্যানের জন্য নির্বাচনের বিধান রাখা হয় এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতো সরকার কর্তৃক। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। ১৯৭২ সালের এক সরকারি আদেশ বলে পৌরসভাকে নগর পঞ্চায়েত হিসেবে নামকরণ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ রাষ্ট্রপতির আর এক আদেশে শহর পঞ্চায়েতগুলো পৌরসভা রূপে চিহ্নিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে পৌরসভাগুলোর সংগঠন ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করা হয়।

৫.৫ঃ২ পৌরসভার গঠন

একজন চেয়ারম্যান, কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য ও কয়েকজন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। পৌরসভার সদস্য ও সদস্যগণ 'কমিশনার' নামে অভিহিত হবেন। চেয়ারম্যান ও নির্বাচিত কমিশনারগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং মহিলা সদস্যগণ নির্বাচিত কমিশনারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। কিন্তু মহিলা সদস্যের মোট সংখ্যা নির্বাচিত সদস্যের মোট সংখ্যার এক দশমাংশের বেশি হবে না। আবার সকল পৌরসভার কমিশনারদের সংখ্যা সমান নয়। এক্ষেত্রে পৌর এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যা অনুসারে পৌরসভার কমিশনারদের সংখ্যার তারতম্য ঘটে। উল্লেখ্য, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের মেয়াদকাল হলো ৫ বছর।

৫.৫ঃ৩ পৌরসভার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের ছোট ছোট শহর এলাকার স্থানীয় সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই পৌরসভার মূল উদ্দেশ্য হল পৌর এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং একই সাথে পৌর এলাকার জনগণের শিক্ষা জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে শহর এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার সর্বাধিক উন্নয়ন ঘটানো।

৫.৫ঃ৪ পৌরসভার কার্যাবলি

পৌরসভা অধ্যাদেশ অনুযায়ী পৌরসভার সকল কার্যাবলিকে ১২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল ঃ

১. **জনস্বাস্থ্য ঃ** জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়নে পৌরসভা যে সমস্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে তার মধ্যে রয়েছে ময়লা- আবর্জনা অপসারণ, টিকা প্রদান, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ মাতৃসদন স্থাপন, চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি।

২. **পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী সংক্রান্ত ঃ** পৌরবাসীর জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে থাকে। এক্ষেত্রে পৌরসভার প্রধান কর্তব্য হলো পানি ও ময়লা নিষ্কাশনের জন্য ভূতলগামী পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. **খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী ঃ** পৌরসভা বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পৌরবাসীর নিকট খাদ্য দ্রব্য ও পানীয়ের নিয়মিত ও স্বাস্থ্যসম্মত সরবরাহের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৪. **জীবজন্তু ঃ** জীবজন্তুর চিকিৎসার জন্য পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, বিপজ্জনক জীবজন্তুকে হত্যা এবং অনিয়মিত ভাবে ঘুরে বেড়ানো জীবজন্তুর জন্য খোয়াড় নির্মাণ ও তার ব্যবস্থাপনা পৌরসভার অন্যতম কাজ।

৫. **গৃহনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** গৃহের প্ল্যান অনুমোদন এবং অননুমোদিত প্ল্যানে নির্মিত গৃহ ভেঙ্গে দেবার মাধ্যমে পৌরসভা গৃহ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও পৌরসভা পুরাতন ঝুঁকিপূর্ণ গৃহ ভেঙ্গে ফেলার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

৬. **নগর পরিকল্পনা ঃ** পৌরসভা শহর উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং সে অনুযায়ী গৃহনির্মাণ, রাস্তা-ঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করতে উদ্যেগ গ্রহণ করে।

৭. **রাজপথ ও সড়ক ঃ** নগর পরিকল্পনা অনুযায়ী রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ছাড়াও পৌরসভা রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করে শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে এবং রাস্তা সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

৮. **জননিরাপত্তা ঃ** পৌরসভা অগ্নি নির্বাপনের জন্য 'ফারার বিগ্রেড' স্থাপন করে এবং কখনো কখনো বেসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়া মাদক ও অন্যান্য বিপজ্জনক দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কবর স্থান ও শ্মশানের রক্ষণাবেক্ষণ করে। দুর্যোগের সময় পৌরসভা জনগণকে সহায়তা দান করে।

৯. **পার্ক ও উদ্যান ঃ** শহরে শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের জন্য পৌরসভা পার্ক উদ্যান তৈরি এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে।

১০. **শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ** পৌরসভা শহর এলাকায় বয়স্কদের ও নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়াও তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, জাদুঘর স্থাপন, আর্টগ্যালারী পরিচালনা এবং বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করাও পৌরসভার অন্যতম কাজ।

১১. **সমাজকল্যাণ ঃ** এতিমখানা ও কল্যাণকেন্দ্র এবং ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়াখেলা ও কিশোর অপরাধ দূর করা পৌরসভার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও পৌরসভা মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থাও করে থাকে।

১২. **উন্নয়ন ঃ** পৌরসভা শহরের সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাতে শহরবাসীর জীবন কিছুটা সুখের হয় ও শান্তি পূর্ণ হয়ে উঠে।

সার-সংক্ষেপ

শহর এলাকাসমূহের প্রচলিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে পৌরসভা। পৌরসভাগুলির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পৌর এলাকায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন। শান্তিশৃংখলা বজায় রাখা, জনস্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবেশের উন্নয়ন। এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে ময়লা আর্বজনা অপসারণ, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কানের ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদন, নগর পরিকল্পনা, দুর্যোগ মোকাবেলা, পার্ক উদ্যানের ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন এবং সকল অপরাধসমূহ মোকাবেলা করা। ১৭৯৩ সালে "ভারতীয় উপমহাদেশে মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে পৌর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। পরবর্তীতে ভারতও পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থা জোরদারকরনের জন্যে আইন পাশ করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান আমলের "মৌলিক গণতন্ত্র" ব্যবস্থা বাতিল করে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে "পৌরসভা" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে প্রতিটি পৌর এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যা অনুসারে একজন চেয়ারম্যান কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য ও মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হয়ে থাকে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই (যাদেরকে কমিশনার বলা হয়) পৌর এলাকার উন্নয়নমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তর পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. কতসালে "টাউন চৌকিদারী" স্থাপনের জন্য একটি আইন পাশ করা হয়

ক. ১৭১৩ সালে খ. ১৮১৩ সালে গ. ১৯১৩ সালে ঘ. ১৮৭৬ সালে

২. কতসালে এবং কোন তারিখে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির আদেশে শহর পঞ্চায়েতগুলোকে "পৌরসভা" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়

ক. ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ খ. ১৯৭২ সালে ২৬শে মার্চ

গ. ১৯৭৩ সালে ২২শে মার্চ ঘ. ১৯৭৭ সালে ২৩শে মার্চ

৩. পৌরসভার সদস্য/সদস্যগণকে কি নামে অভিহিত করা হয় -

ক. কমিশনার খ. পৌরসভা সরকার গ. চেয়ারম্যান ঘ. মেম্বার

৪. পৌরসভার সকল কার্যাবলীকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে -

ক. ১৬টি খ. ১২টি গ. ১০টি ঘ. ২০টি

উত্তরমালা

১. গ. ১৯১৩ সালে ২. গ. ১৯৭৩ সালে ২২শে মাচ ৩. ক. কমিশনার ৪. খ. ১২টি

পাঠ-৫.৬ ঃ স্থানীয় সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন -

☞ ৫.৬ঃ১ ইউনিয়ন পরিষদের বিকাশ জানতে পারবেন

☞ ৫.৬ঃ২ ইউনিয়ন পরিষদের গঠন জানতে পারবেন

☞ ৫.৬ঃ৩ ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে পারবেন

☞ ৫.৬ঃ৪ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি জানতে পারবেন।

৫.৬ঃ১ ইউনিয়ন পরিষদের বিকাশ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেন্ট এ্যাক্টের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। উক্ত আইন বলে ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত স্থানীয় সরকারকে তখন ইউনিয়ন কমিটি বলা হত। তবে এরও পূর্বে ১৮৭০ সালে প্রণীত 'গ্রাম চৌকিদারী আইন' আইনের মাধ্যমেই মূলতঃ ইউনিয়ন পরিষদের ভিত্তি রচিত হয়। ১৯১৯ সালে প্রণীত 'বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন' আইনের মাধ্যমে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ও 'ইউনিয়ন কমিটি'র কাজ একত্রিত করে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের মাধ্যমে পূর্ববর্তী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংশোধন করা হয় এবং চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয় যার সর্বনিম্নস্তর ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে এক সরকারি আদেশ বলে ইউনিয়ন কাউন্সিল বিলুপ্ত করে 'ইউনিয়ন পঞ্চায়েত' গঠনের বিধান করা হয়। এর পরের বছরই ইউনিয়ন পঞ্চায়েতগুলোকে আবার ইউনিয়ন পরিষদে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে অন্যান্য স্থানীয় সরকারসমূহের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংগঠন ও কার্যাবলির ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন প্রণালী নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৩ সালে তৎকালীন সরকার জাতীয় সংসদে ২০৯ নং আইন হিসেবে ১৯৮৩ সালে অধ্যাদেশ সংশোধন করে একটি আইন প্রণয়ন করে এবং এর ফলে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যক্রম ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পরিবর্তন আসার পর ১৯৯৭ সালে জাতীয় সংসদ আরও একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়।

৫.৬ঃ২ ইউনিয়ন পরিষদের গঠন

বর্তমান প্রচলিত আইন অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ সর্বমোট ১৩ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এর মাঝে একজন চেয়ারম্যান ও বাকি ১২ জন সদস্য। চেয়ারম্যান ও সদস্য সকলেই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৯জন পুরুষ ও ৩ মহিলা। প্রতিটি ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রতি ওয়ার্ড হতে ১ জন করে পুরুষ সদস্য এবং ৩টি ওয়ার্ড সমন্বয়ে একজন করে মহিলা সদস্য ওয়ার্ড বাসীর প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাপ্তাহিক কাজ সম্পাদনের জন্য একজন সচিব রয়েছেন।

৫.৬ঃ৩ ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ বিশেষ। এই ঐতিহ্যের সাথে এদেশের মানুষ সর্বাধিক পরিচিতি। এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হল :

১. গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা

২. দায়িত্বশীল নেতৃত্বের বিকাশ সাধন

৩. শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

৪. শাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা

৫. রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা

৬. গ্রামীণ জনগণকে রাজনীতি অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া
৭. রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা
৮. জনগণকে রাজনীতি সচেতন করে তোলা
৯. গ্রামীণ সমস্যার সমাধান করা
১০. গ্রামীণ সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন
১১. এলাকার শান্তি শৃংখলা রক্ষা
১২. দেশ সেবায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি।

৫.৬ঃ৪ ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি

ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ উন্নয়নে বহুমুখী কাজ সম্পাদন করে। তবে এসব কাজকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় - মৌল ও উন্নয়নমূলক কাজ

ক. মৌল কাজ ঃ ইউনিয়ন পরিষদের মৌল কাজসমূহ হচ্ছে -

১. গ্রামাঞ্চলের শান্তিশৃংখলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে চৌকিদার ও দফাদারদের কাজের তদারক করা, তাদের চাকুরীর শর্তাবলী পূরণ করা ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
২. গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট কর্তকর্তাদের চাকুরীর কার্যকাল ও শর্তাদি নির্ধারণ
৩. ইউনিয়নে কর্মরত রাজস্ব কর্মকর্তাদের কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে সাহায্য দান।
৪. সরকারের নির্দেশ মত কোন জরিপ বা রাজস্ব প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কোন কাজ সম্পাদন।
৫. ইউনিয়ন কোন অপরাধ ঘটলে পুলিশকে জানানো ও অপরাধ নিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সাথে সহযোগিতা।
৬. রাস্তা বা সরকারি সম্পত্তির উপর কেউ বে-আইনী দখল প্রতিষ্ঠা করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো।
৭. সরকারের কোন নীতি বা কর্মসূচি জনসাধারণের নিকট প্রচার।
৮. সরকারি কর্মকর্তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান।
৯. ইউনিয়ন পরিষদ নিজ এলাকায় কৃষি, শিল্প ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করা।
১০. দেশের সীমান্ত এলাকার ইউনিয়নে চোরাচালান নিরোধকারী কমিটি গঠন।
১১. ইউনিয়ন পরিষদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যতামূলক কাজ হচ্ছে সালিশী আদালত হিসেবে কাজ করে ছোট-খাট অপরাধের বিচার করা।

উল্লেখ্য ইউনিয়ন পরিষদ উল্লেখিত মৌল কাজসমূহ সম্পাদনে কেন্দ্রীয় সরকারের একক হিসেবে কাজ করে।

খ. উন্নয়নমূলক কাজ ঃ ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজসমূহ বহুবিধ। উন্নয়নমূলক কাজসমূহ হচ্ছে -

১. **জনকল্যাণমূলক ঃ** রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ, পার্ক, কবরস্থান ও শ্মশান, পুকুর প্রভৃতি তৈরী ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিয়ন পরিষদের কাজ। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ এবং রাস্তার আলোর ব্যবস্থা করে।

২. **জনস্বাস্থ্যমূলক ঃ** রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখা, মৃতদেহ অপসারণ, আবর্জনা অপসারণ, স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিনষ্টকারী পেশা রহিতকরণ, বিশুদ্ধ পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর ও দীঘিতে প্রাণীদের গোসল নিষিদ্ধ করণ বা শন, পাট বা গাছপালা পচন নিষিদ্ধকরণ -প্রভৃতি হলো ইউনিয়ন পরিষদের জনস্বাস্থ্যে রক্ষামূলক কার্যক্রম।

৩. ইউনিয়ন পরিষদের জন নিরাপত্তামূলক কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা, বিপজ্জনক দালানকোঠা ও গৃহ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সেবামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিধবা ও অন্যান্য শ্রেণীর অসহায় ব্যক্তিদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

৪. **উন্নয়নমূলক ঃ** ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে খেলাধুলার মান উন্নয়ন করা, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, বনজ ও পশু সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রভৃতি।

৫. **কৃষি উন্নয়নমূলক ঃ** অধিক খাদ্য উৎপাদন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন, সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন, সার, বীজ, চারা ও অন্যান্য উপকরণ সংরক্ষণ, কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত ও সর্বাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ প্রভৃতি হলো কৃষি উন্নয়নমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

৬. **বিনোদনমূলক ঃ** মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, জাতীয় উৎসব পালন, খেলাধূলার উৎসাহ দান এবং অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা বিনোদনমূলক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

৭. **জন্ম নিয়ন্ত্রণমূলক ঃ** জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জনগণকে শিক্ষাদান, মাঝে মাঝে বন্ধ্যাত্বকরণ মেলা অনুষ্ঠান, হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রে জন্ম নিরোধ ব্যবস্থার প্রচারণা ও এ বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সাহায্যে করাও ইউনিয়ন পরিষদের কাজ।

৮. **শিক্ষামূলক ঃ** শিক্ষার উন্নতিতে সাহায্য দান, পাঠাগার ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, বয়স্ক ও নিরক্ষরদের জন্য পাঠশালা স্থাপন প্রভৃতি ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষামূলক কাজের অন্তর্গত।

ইউনিয়ন পরিষদ উপরোক্ত উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সম্পন্ন করা ছাড়াও জনগণের আরাম, কল্যাণ ও সুখ-সুবিধার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সম্পন্ন করতে প্রয়াসী হয়। এমন কি যে কোন রকমের বাণিজ্যিক ও কারবারমূলক উদ্যেগ ও পরিকল্পনাও ইউনিয়ন পরিষদ নিতে পারে।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ যা গ্রামীণ এলাকায় বলবৎ রয়েছে যে ব্যবস্থার সাথে এদেশের মানুষ সর্বাধিক পরিচিত। ১৮৭০ সালে "গ্রাম চৌকিদারী আইন" প্রবর্তনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ভিত্তি রচিত হয়। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে "ইউনিয়ন বোর্ড" , ১৯৫৯ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং ১৯৭২ সালে "ইউনিয়ন পরিষদ" রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়। ১ জন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে এই পরিষদ গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ৩ জন সদস্য হবেন অবশ্যই মহিলা। ইউনিয়ন পরিষদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা এবং শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ও দায়িত্বশীলতার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ যে সব কার্যাবলী সাধারণত সম্পাদন করে থাকে তা হচ্ছে চৌকিদার ও দফাদারদের কাজের তদারক করা, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যকাল ও শর্তাদি নির্ধারণ, রাজস্ব কর্মকর্তাদের ভূমিকর আদায়ে সহায়তা করা, নিজ এলাকায় কৃষি শিল্প ও সামাজিক উন্নয়ন করা, রাস্তাঘাট খেলার মাঠ কবর স্থান রক্ষণাবেক্ষণ করা ,আইন শৃংখলা অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশনের ব্যবস্থাকরণ এবং স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশসাধন করা। ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদকাল পাঁচ বছর হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর অনুশীলনী-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. সর্বপ্রথম ইউনিয়ন পরিষদ কত সালে গঠিত হয়।

ক. ১৮৮৫ সালে খ. ১৭৭৫ সালে গ. ১৯৮৫ সালে ঘ. ১৭৫৬ সালে

২. "গ্রাম চৌকিদারী" প্রথা কতসালে প্রবর্তিত হয়

ক. ১৩৭০ সাল খ. ১৫৭০ সাল গ. ১৭৭০ সাল ঘ. ১৮৭০ সাল

৩. কতজন সদস্যের সমন্বয়ে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

ক. ৯ জন খ. ৩ জন গ. ৬ জন ঘ. ১৩ জন

৪. কতজন মহিলা ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি নির্বাচন করবেন।

ক. ৩জন খ. ৬জন গ. ৯ জন ঘ. ১২ জন

উত্তরামালা

১. ক. ১৮৮৫ সালে ২. ঘ. ১৮৭০ সাল ৩. ঘ. ১৩ জন ৪. ক. ৩জন

অনুশীলনী
ইউনিট-৫

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
২. জেলা পরিষদের গঠন বর্ণনা করুন।
৩. উপজেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কী?
৪. উপজেলা পরিষদের গঠন বর্ণনা করুন।
৫. পৌরসভার বিকাশ সংক্ষেপে তুলে ধরুন।
৬. পৌরসভার গঠন আলোচনা করুন।
৭. ইউনিয়ন পরিষদের গঠন লিখুন।
৮. ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী?

রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা দিন। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো কি? বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব/প্রয়োজনয়ীতা আলোচনা করুন।
৩. বাংলাদেশে জেলা পরিষদের গঠন বর্ণনা করুন। সংক্ষেপে জেলা পরিষদের কার্যাবলী আলোচনা করুন।
৪. উপজেলা পরিষদের বিকাশ বর্ণনা করুন। উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী আলোচনা করুন।
৫. উপজেলা পরিষদের গঠন বর্ণনা করুন। একজন উপজেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করুন।
৬. পৌরসভা গঠন বর্ণনা করুন। পৌরসভার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
৭. ইউনিয়ন পরিষদের বিকাশ বর্ণনা করুন। গ্রামীণ এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ যে সব কাজ করে থাকে তার বিবরণ দিন।